উদয়ন ঘোষ (১৯৪০-)

দলিল পোড়া রাত ঃ শিলচর ১৯৯০

শিলচরের সিটিলাইট জ্বলে উঠলে মনে হয়
আলোকিত শহরের কাছাকাছি আছি।
রাত্রি আরো আলোকিত হয়।

দলিল ও দস্তাবেজ পুড়তে থাকে, বসতবাটির অধিকার
লোপাটানন্দদের হোমাগ্নিতে সারারাত জ্বলে।
গরিব চাষির ধানজমি, সেচ ও চারণভূমির অধিকার
মাটিহাকিমের পোড়া দপ্তরের ছাইগাদায় পোড়ে।

ভস্মে ঢাকা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী বাবারা দেখা দেন
তাঁদের ঝুলিতে থাকে বাস্তুসাপ কুলোপানা
চক্কর লুকিয়ে।

পাহাড় লাইন

হারঙ্গজাও-এর পাহাড়ি রেল স্টেশনে
অস্পষ্ট আলোয় নীল ইউনিফর্ম পরা একটা লোক
অপসৃয়মাণ রেলগাড়ির কাছে লন্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে

পাহাড়, জঙ্গল, ব্রিজ, অন্ধকার ছয়ত্রিশটা টানেল
রেলগাড়ির দোলায় দোলায়
লন্ঠনের স্মৃতি জেগে থাকে।

দূরে পাহাড়ের পেছনে
সারাজীবন জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অস্পষ্ট প্রেমের মতো
নিঃশব্দ কিরণ ছড়াতে থাকে চাঁদ।

ক্রুসেড

গুড় গুড় ঢ্যাং কুড়কুড়
এবারে বাজাব ঢাক—
যদি লাগে আমরা নাচার—
সেতারের কোমল মীড়ে
সেখানে পরম সুখে
প্যাঁচা থাকে পঁচিশ হাজার—
বহমান নদীর মতন
এগুলো এমন ভীষণ
গুড় গুড় ঢ্যাং কুড় কুড়
ধিন্‌তাক আরে ধিন্‌তাক
বাজার হাটের ভিড়ে
আওয়াজে ভীষণ তাড়া
এঁটো পাতা বাসি ফুলে
বিলকুল আজো ভুলে—

আবিরাবীর্ম এধি
শব্দ বিমানভেদী
লাগাও লাথি হাবড়া হাতি
গুড় গুড় ঢ্যাং কুড়কুড়
ছুঁড়ি তুই এবারে ভোল

বহমান কবিতা তুই
আলো করে জানিস তো তুই
গুড় গুড় ঢ্যাং কুড়কুড়

ছুঁড়ি তোর গায়ে সুড়সুড়
এবারে হাটের ভিড়ে
বহুকান অসাড় কারণ
নিরালোক প্রাচীন নীড়ে
ছুঁড়ি তোর হাজার বারণ
কমনীয় পাছা ও স্তন
লুকোবি কোথায় বা বল?
গুড় গুড় ঢ্যাং কুড়কুড়
বুম্‌বুম্‌ বোম্বাই ঢাক
বক্তিমে সম্প্রতি থাক
ব্যাটাদের লোভ অবিরল
মাগীটার পাকা চুলে
ছুঁড়ি তোর শরীরে ঢল

বিমান শব্দভেদী
প্রাক্‌ পুরাণিক বেদি
থুত্থুড়ে ফোকলা দাঁতি
ঢাক ঢাক ঢাক গুড় গুড়
হেসে লাল ঘাঘরাটা তোল
বুকে ঢেউ প্রচণ্ড দোল
বুড়োটার কানের বাজার
প্যাঁচা থাকে পঁচিশ হাজার

এবারে নিয়েছি ঢাক দুই কানে ছাড়ব বুলেট। গান নয় ছুরিতে শান
বহুদিন সয়েছি শোন বহুদিন সয়েছি শোন এবারে ফাটাব কান।